সূচিপত্র

বলছিলাম কী... ৯

শুরুর শুরু ১১

সেই বিশেষ দিনের গল্প ১৫

শরীর ব্যাবসার গোড়ার কথা ২১

মেসোপটেমিয়া সভ্যতা (শুরু) ২৩

রুহির গল্প ৩৮

মেসোপটেমিয়া সভ্যতা (শেষ) ৪২

ইয়েলো সিভিলাইজেশন অথবা প্রাচীন চিনের সভ্যতা ৫২

প্রাচীন মিশর ৫৮

প্রাচীন মিশরীয় মাইথোলজি ৬৯

প্রাচীন মিশরীয় লোকগাথা ৭৭

রুহির গল্প ৮৮

প্রাচীন গ্রিস ৯১

রোম ১১৪

জানি না বিশ্বাস করবে কিনা... ১২৫

খ্রিস্টানিটি এবং ইসলাম ১৩০

মায়া সভ্যতা ১৪৮

প্রাচীন জাপান ১৫৪

প্রাচীন ভারতবর্ষ ১৬১

বলছিলাম কী...

বইয়ের এই অংশটুকু না পড়লেও বিষয়বস্তু বুঝতে পাঠক-বন্ধুদের এতটুকুও অসুবিধা হবে না। তবে যেসব পাঠক-বন্ধুরা এই বিশেষ লেখাটির পেছনে এক অধম কলমচির মনের কথা জানতে আগ্রহী, শুরুর এই অংশটি শুধুমাত্র তাদের জন্য।

সত্যি বলতে, এমন কিছু যে আমি কোনোদিন লিখতে পারব তা সুদূর কল্পনাতেও আসেনি। এমন একটা সংবেদনশীল অথচ ব্রাত্য বিষয়বস্তু নিয়ে লিখতে যে সাহসের দরকার হয়, তা আমার মধ্যে রয়েছে এমন বিশ্বাসও ছিল না। এই লেখাটির জন্যে যে ঝুঁকি আমি নিয়েছি, আমার সদ্য ঊর্ধ্বমুখী কলমচি জীবনের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তা নেওয়া উচিত হল কিনা, সেই নিয়ে আমার নিজের মনেই সন্দেহ রয়েছে। হয়তো এই বই পড়ার পরে ভবিষ্যতে অনেকেই আমার লেখা পড়তে দ্বিতীয়বার ভাববেন। তাও এই লেখা লিখলাম। সাহস করে সেই ঝুঁকিও নিলাম।

এই বইয়ের বিষয়বস্তু আজও আমাদের সমাজে এক ট্যাবু। অথচ মানবসভ্যতার একেবারে শুরুর সময় থেকে তা মানুষের সমাজব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 'শরীর-ব্যাবসা'র মতন একটা বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে নিজের কাছেই কৈফিয়ত দিতে হয়েছে বারবার। এমন একটি বিষয়, যাকে আমরা ভদ্রলোকেরা এড়িয়ে চলতেই স্বচ্ছন্দবোধ করি, তার ইতিহাস কি পাঠক আদৌ পড়তে চাইবেন? এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি বারবার। উত্তর পাইনি যদিও। তাও লিখেছি। কিছুটা নিজের নৈতিক দায়িত্ব মনে করেই লিখেছি।

বাকিটা পাঠক-বন্ধুদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি। তারা এই বই পড়ে এর বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতা বিচার করবেন, নাকি ছুড়ে ফেলে দেবেন, তা একান্তভাবেই তাদের ব্যাপার।

আরও জানিয়ে রাখি, এই বইয়ের প্রধান চরিত্রের একজন, বিশ্বজিৎ। সে কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়। আমি নিজেই সেই চরিত্র। আর জীবনের কোনো এক সময়ে তার সঙ্গে রুহির পরিচয়ও হয়েছিল...

প্রাচীন মিশরীয় লোকগাথা

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সালের আশেপাশের সেই সিক্রেট সেরিমনির রাতে প্রেমিক সেনেনমুতকে নিজের গোপন কক্ষে অপেক্ষায় রেখে ইশ্বরের রক্ষিতা হাতসেপসুত চলে গেলেন কারনাক কমপ্লেক্সের ইনার স্যাংটমে দেবতা আমুন-এর নিজস্ব কক্ষে। সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন এক বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, যার সুর একাধারে 'হিপ্নোটিক' অর্থাৎ মোহময় এবং 'সেন্সুয়াল' অর্থাৎ লাস্য উৎপন্নকারী। দেবতা আমুন-এর কক্ষে ঢুকে তার প্রতিকৃতির সামনে একটি বিশেষ রিদম অর্থাৎ সুরে সেই বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করলেন হাতসেপসুত। বাদ্যযন্ত্রের সেই সুর রাতের শান্ত প্রকৃতিতে কারনাক কমপ্লেক্সের সব জায়গা থেকেই শোনা গেল। পুরোহিত থেকে সাধারণ কর্মচারী সকলেই আশ্বস্ত হল। বাদ্যযন্ত্রের সেই সুর শুনে জাগ্রত হলেন দেবতা আমুন। আস্তে আস্তে সেই সুর দেবতা আমুন-এর মধ্যেকার পৌরুষ জাগিয়ে তুলল। তার মধ্যেকার উত্তেজনা চরমে পৌঁছে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। আর এটাই ছিল হাতসেপসুত তথা সমগ্র মিশরবাসীর উদ্দেশ্য।

দেবতার মানবসত্তাকে যৌনতায় উত্তজিত করাই ছিল সিক্রেট সেরিমনির প্রধান উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যমেই সমগ্র মিশরীয় সাম্রাজ্য হয়ে উঠবে ফার্টাইল অর্থাৎ উর্বর। কিন্তু প্রকৃত অর্থে দেবতার তো কোনো মানব অস্তিত্ব নেই। বাস্তবে তিনি কোনো মানবের সাহায্য ছাড়া চলাফেরাও করতে পারেন না।

সুতরাং উত্তেজিত, কামার্ত অবস্থায় নিজের উত্তেজনা অথবা কাম নিষ্ক্রমণের ক্ষমতাও তার নেই। সেই কাজে সাহায্য করে ঈশ্বরের রক্ষিতা হাতসেপসুত। দেবতা আমুন-এর 'ফার্টাইল এসেন্স' অর্থাৎ কাম নিষ্ক্রমণ ঘটানোই ছিল ঈশ্বরের রক্ষিতার প্রধান এবং সবচেয়ে গোপন দায়িত্ব। এই কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেই সমগ্র মিশরকে উর্বর করার গুরুদায়িত্ব পালন করলেন ঈশ্বরের রক্ষিতা হাতসেপসুত। কাম নিষ্ক্রমণের পর দেবতা আমুন শান্ত হলে তাকে শয়নে সাহায্য করলেন ঈশ্বরের রক্ষিতা। তারপর সেই কক্ষ থেকে নিজের কক্ষে ফিরে আসলেন হাতসেপসুত। দেবতা আমুন-এর সঙ্গে এই রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ হাতসেপসুত নিজের মধ্যেও এক যৌন উত্তেজনা অনুভব করছিলেন সেই সময়। কিছু বুঝলে এবার?

আবারও প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে মজা বেশ মজা পেল রুহি।

আমি বললাম, অনেকটাই বুঝলাম। তবে রাজকুমারী হাতসেপসুত তো তৃষ্ণার্ত-ই থেকে গেলেন। তার কী হল?

রুহি বলল, তুমি তো দেখছি হাতসেপসুতের প্রেমে পড়ে গেছ। লোকগাথা যে এখনও শেষ হয়নি। শোনো তাহলে।

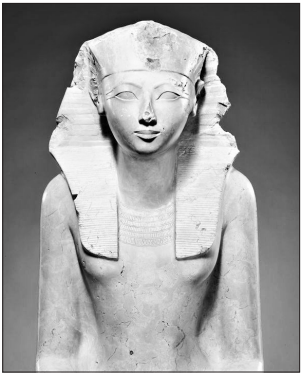

হাতসেপসুত

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সালের আশেপাশে সিক্রেট সেরিমনির সেই রাতে দেবতা আমুন-এর সঙ্গে রতিক্রিয়ার পর ঈশ্বরের রক্ষিতা হাতসেপসুতের শরীর এবং মনেও জেগেছিল এক যৌন উন্মাদনা। সেই উন্মাদনা তার মনস্তত্ত্বকে এমন ভাবে প্রভাবিত করেছিল যে দীর্ঘ সময় ধরে তিনি নিজে ব্যাক্তিগত জীবনে যৌন অনুভূতি দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ফারাও